কুরআন-সুন্নাহর কষ্টি পাথরে

ঈমান, কুফর ও নিফাক

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)
কামিল (হাদীস ও ফিক্‌হ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (অলস্ট্যাণ্ড)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্ষ্ট ক্লাস), পিএইচ.ডি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
মুহাদ্দিস-মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার
www.ahsanpublication.com

প্রাক কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى خلق الاشياء فقدرها تقديرًا. وصور شكل الانسان فاحسنه تصويرًا. ومنحه العقل وجعله سميعاً بصيرًا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى ارسله الى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وعلى اله واصحابه الذين اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. وبعد.

একজন মু'মিনের নিকট পৃথিবীতে ঈমানের চেয়ে দামী দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। তার দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা এই ঈমানের উপরেই নির্ভরশীল। ঈমান বিহীন ব্যক্তি সৃষ্টির মাঝে সর্বনিকৃষ্ট। তাই ঈমানের হেফাযত করা প্রত্যেক মু'মিনের জীবনের এক নম্বর কাজ। ঈমানের বিপরীতে তার কাছে জীবন ও সম্পদ এতটাই তুচ্ছ যে, ঈমানের কারণে সে অবলীলায়, নিশ্চিন্তে হযরত বেলাল (রা.)-এর মত গলায় রশি নিতেও সামান্য দ্বিধা করে না।

কিন্তু মহামূল্যবান এই ঈমান আজ মোটেও নিরাপদ নয়। শয়তানের নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অগণিত মানুষ আজ ঈমানহারা। বাহ্যত দেখতে মুসলিম মনে হলেও প্রকৃত অর্থে অনেকেরই ঈমান নেই। কেউ শিরক করে, কেউ কুফর করে, কেউ নিফাকের সাথে জড়িত হয়ে, আবার কেউ সংশয়ে পড়ে ঈমান হারিয়ে বসে আছে। অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিনই ভাবছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيْهِمْ مُؤْمِنٌ.

'লোকদের নিকট এমন একটি সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা মাসজিদগুলোতে একত্রিত হবে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবে না, (হাকিম, আল মুস্তাদরাক, হা-৮৪১৪)।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

تَكُوْنُ بَيْنَ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ أَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا۔

'কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের খণ্ডের মত অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। তখন একজন ব্যক্তি সকালে মু'মিন থাকবে, বিকালে কাফির হবে। আবার বিকালে মু'মিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। অনেক মানুষ দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে দীন বিক্রি করবে, (তিরমিযী, আস সুনান, হা-২১৯৭)।

ঈমানের এ দৈন্যতার অন্যতম কারণ হল– লোকজন ঈমানের যত্ন নেয়া ভুলে যাবে। শয়তান যে ঈমান কেড়ে নিতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের কোন পেরেশানী থাকবে না। এ সুযোগে শয়তান তার মিশনে সফল হয়ে যাবে।

আলোচ্য বইটিতে ঈমান নামক এ অমূল্য সম্পদ কিভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হয়, হারানো ঈমান কিভাবে আবার ফিরে পাওয়া যায়, কোন কোন কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, নিজেদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিভাবে কুফর, শিরক ও নিফাক ঈমান ধ্বংস করে দিচ্ছে, এ বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটিতে কোন ধরনের ভুল বা অসঙ্গতি কারো নজরে পড়লে আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানীত উস্তাজ শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করীম হাফি: কে। যার দু'আ ও নির্দেশনা আমার পথ চলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয়। মাগফিরাত কামনা করছি আমার মরহুম আব্বাজান মোঃ আঃ হাকীম ও মামা মরহুম মাও. আঃ আলীম আশ্রাফী সাহেবের জন্য। যাঁরা আমাকে দীনের পথে চলতে শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন আমার এ ছোট্ট বইটিকে মানবতার ঈমান হেফাযতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করেন এবং আখেরাতে আমার নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন ॥

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈমানের পরিচয় ॥ ৭
ঈমানের রুকনসমূহ ॥ ১২
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মার্থ ॥ ১৩
ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ॥ ১৭
ঈমান আনার নিয়ম (শুধু কালিমা পড়লেই মু'মিন হওয়া যায় না) ॥ ২২
ঈমানের শাখাসমূহ ॥ ২৫
ঈমান বিহীন আমল মূল্যহীন ॥ ২৯
ঈমান কখনও আংশিক হয় না ॥ ৩১
তাগুতের পরিচয় ॥ ৩৫
ঈমান ভঙ্গ হয় কিভাবে? ॥ ৩৭
ঈমান ভঙ্গের দশ কারণ ॥ ৪৩
তাওহীদের প্রকারভেদ ॥ ৫৯
মহান আল্লাহর পরিচয় ॥ ৬২
আরশ ও কুরসীর পরিচয় ॥ ৬৭
ঈমানদারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ॥ ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুফর-এর পরিচয় ॥ ৭৯
কুফর-এর প্রকারভেদ ॥ ৮০
কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে সতর্কতা ॥ ৯০
কাউকে কাফির ফাতওয়া দেয়ার মূলনীতি ॥ ৯৪

সমাজে প্রচলিত কতিপয় কুফরী ॥ ৯৬
কাফির ও মুশরিক-এর মাঝে পার্থক্য ॥ ৯৯
প্রচলিত কয়েকটি কুফরী মতবাদ ॥ ১০১
ধর্ম নিরপেক্ষতা কি কুফরী মতবাদ? ॥ ১০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিফাক-এর পরিচয় ॥ ১০৭
মুনাফিক-এর পরিণতি ॥ ১০৮
নিফাক-এর প্রকারভেদ ॥ ১০৯
নিফাক একটি ক্ষমাহীন অপরাধ ॥ ১১০
মুনাফিক হল ঘরের শত্রু ॥ ১১২
ঐতিহাসিক ইফকের ঘটনা (আয়েশা রা.-কে চারিত্রিক অপবাদ দেয়ার ঘটনা) ॥ ১১৪
মুনাফিক চেনা সহজ নয় ॥ ১১৭
মুনাফিকের ২৮টি বৈশিষ্ট্য ॥ ১১৯
নিফাক থেকে বেঁচে থাকার উপায় ॥ ১৫১
হারানো ঈমান ফিরিয়ে আনার নিয়ম ॥ ১৫৭
শেষ কথা ॥ ১৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ
ঈমানের পরিচয়

ঈমান (ايمان) আরবী শব্দ। এটি اَمْنٌ শব্দমূল থেকে উদগত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ- বিশ্বাস করা, নিরাপত্তা, নির্ভয়, নিশংকা, নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তি প্রদান করা।

আর পরিভাষায় ঈমান হল– تصديق القلب بما جاء (به النبي ﷺ) من عند الرب 'রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা'।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন–

والايمان هو الاقرار والتصديق وايمان اهل السماء والارض لايزيد ولاينقص من جهة المؤمن به. ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق والمؤمنون مستؤون فى الايمان والتوحيد متفاضلون بالاعمال.

'ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে ও কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মু'মিনগণ সকলে সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার প্রবৃদ্ধি ঘটে।'[২]

ফাতহুল বারী প্রণেতা বলেন–

---

১. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, খ-১, পৃ. ৪৮
২. মোল্লা আলী ক্বারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৪১

الايمان لغة التصديق وشرعًا تصديق الرسول ﷺ فيما جاء به عن ربه.

'শাব্দিক অর্থে ঈমান হল– সত্যায়ন করা। আর পরিভাষায়– রাসূল (সা.) তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা এনেছেন তাকে বিশ্বাস করাই হল ঈমান।'[৩]

কোন কোন আলিমের মতে, রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কাজে বাস্তবায়ন করার নাম হল ঈমান।'[৪]

পূর্ণাঙ্গ ঈমান উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই অর্জিত হয়। যদিও অন্তরের বিশ্বাসই হল মূল ঈমান। কোন একজন মানুষ সম্পূর্ণ কুফরী পরিবেশে ঈমান এনেছে এবং সেখানে ঈমান প্রকাশ করলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে অথবা কোন মু'মিনকে যদি প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করে এমতবস্থায় সে মারা গেলে আল্লাহর কাছে সে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ– তার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ছিল। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[৫]

তবে কেউ যদি অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের রিসালাতের সত্যতা অনুধাবন করে কিন্তু শুধু দুনিয়ার কোন স্বার্থের কারণে মৌখিকভাবে অন্তরের অনুধাবনের বিপরীত শব্দাবলী প্রকাশ করে, তাহলে তার অন্তরের

---

৩. ইবনুল হাজর, ফাতহুল বারী, খ-১, পৃ. ৫৭

৪. প্রাগুক্ত

৫. সূরা নাহল-১৬ : ১০৬

এ অনুধাবন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এটা ঈমান হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন– আবু তালেব ও সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে তার পিতা ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ۔

'যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল রাসূল (সা.) তার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ ইবনু মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রাসূল (সা.) (আবু তালিবকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার চাচা! আপনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"– বাক্যটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেব। তখন আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ বলে উঠল– হে আবু তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাত (দীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? তিনি (আবু তালেব) বললেন– যদি কুরাইশদের থেকে দোষারোপের আশংকা না থাকত, তাহলে আমি এই কালিমা গ্রহণ করেই তোমার চোখ জুড়িয়ে দিতাম।'[৬]

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়– রাসূল (সা.) যে আল্লাহর নবী সে ব্যাপারে আবু তালেবের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাই তিনি কালিমার স্বীকৃতির বিষয়ে বলেছিলেন– "لَاَقْرَرْتُ بِهَا" 'অবশ্যই এই কালিমার স্বীকৃতি দিয়ে তোমার চোখ শীতল করে দিতাম'– কিন্তু কালিমা পড়লে কুরাইশরা ভীতু-কাপুরুষ, ধর্মত্যাগী ইত্যাদি বলে আবু তালিবকে গালি দিতে পারে– এই

৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৩৯, ৪২

আশংকায় তিনি কালিমার ঘোষণা দেন নি। তিনি শুধু ব্যক্তিগত আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে ভেবে কালিমার স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে আবু তালিবের অন্তরের এ অনুভূতির কোন মূল্য নেই। বরং আবু তালেবের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর কথা হল– ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন–

اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

'জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে আবু তালেবের শাস্তি হবে সবচেয়ে হালকা। তাকে দু'টি আগুনের জুতা পরানো হবে, এতেই তার মগজ উতড়াতে থাকবে।'[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবু সুফইয়ান ইবনু হারব (রা.) তাঁকে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি কার্যকর থাকাকালে তিনি সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। আর তখন সেখানে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আগমন করেছিলেন। ঐ সময় দিহইয়াতুল কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি বসরার এক নেতার মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসকে প্রদান করা হয়। তখন হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ান (রা.) কে তার রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বারংবার প্রশ্ন করে কিছু বিষয় অবগত হন। তারপর হিরাক্লিয়াস বলেন–

فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَاَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ.

'তবে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, তিনি আপনাদের থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তার নিকট নির্বিঘ্নে পৌছতে পারব, তবে নিশ্চয়ই আমি তার পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্ব আমার দু'পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌছবে।'

---

৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২১২

তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত চিঠিটি পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন–

هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

'ইনি হলেন এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।'

পরে হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গেলেন। তারপর তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের স্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সকল দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে এসে বললেন–

يَا مَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يُثْبَتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِيَّ.

'হে রোমের অধিবাসীগণ! তোমরা কি মঙ্গল, হিদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নাবীর বায়'আত গ্রহণ কর।'

এ কথা শুনে রোমের নেতৃবর্গ বন্য গাধার মতো দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ দেখতে পেল। হিরাক্লিয়াস যখন তাদের এ অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হলেন, তখন (ক্ষমতা হারানোর ভয়ে) বললেন– ওদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। তারপর বললেন– আমি একটু পূর্বে যা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল আছ তা পরীক্ষা করছিলাম। আর তা দেখে নিলাম। এ কথা শুনে তারা তাকে সাজদাহ করল এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হল। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।'[৮]

উল্লেখিত হাদীছে দেখা যায়– হিরাক্লিয়াস তার দেশের নেতৃস্থানীয় লোকজনের অবাধ্যতার ভয়ে অন্তরে লালিত দৃঢ় অনুভূতি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তার অন্তরে রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের প্রতি দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হওয়াটা তার মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা

৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৪৯৯

হারানোর ভয়ে তিনি তাওহীদের ঘোষণা দেননি। তাই তার অন্তরের এ ঈমানী অনুভূতির কোন মূল্য নেই।

আর যার অন্তরে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস নেই তার মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য এক আনাও নেই।

উল্লেখ্য যে, "আল 'আমালু বিল আরকান"– তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শরীয়াত নির্দেশিত কর্মসমূহ সম্পাদন করা ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য শর্ত।[৯]

অর্থাৎ কর্ম দ্বারা যে ব্যক্তি কালেমার বাস্তবায়ন করবে না, সে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন দাবী করার কোন সুযোগ নেই।

ঈমানের রুকনসমূহ

একজন মানুষকে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোকে 'আরকানুল ঈমান' বলা হয়।

আরকানুল ঈমানের সংখ্যা মোট ছয়টি। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا۔

'হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর, আর ঐ কিতাবের উপর যা তিনি ইতোপূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরেস্তাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি সে নিশ্চয়ই ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।'[১০]

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

---

৯. ইবনুল হাজর, প্রাগুক্ত

১০. সূরা নিসা-৪ : ১৩৬

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ (جِبْرِيْلُ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ.

'একদিন নবী (সা.) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতবস্থায় জিব্রাইল (আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন– ঈমান হল, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সাক্ষাতের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানের প্রতি ও বিশ্বাস করবে তাকদীরের সব কিছুর প্রতি।'[১১]

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের মূল স্তম্ভ ছয়টি। ১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ২. ফেরেস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস, ৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, ৪. আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, ৫. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, ৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মার্থ

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল– আল্লাহর একত্বে (তাওহীদে) বিশ্বাস করা এবং তার স্বীকৃতি দেয়া।

ইবনু ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ.

'ইসলামকে পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। (প্রথমটি হল)– আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা।'[১২]

ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন–

---

১১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫০

১২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ.

'ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড় করানো হয়েছে (প্রথমটি হল)– আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সব কিছুকে অস্বীকার করা।'[১৩]

উল্লেখিত হাদীছে আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা বুঝানো হয়নি। বরং তাওহীদের স্বীকৃতি এবং ইবাদতকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকে বুঝানো হয়েছে।

মক্কার কাফেরগণও আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না। আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা এটাও তারা মানত। কিন্তু তারা তাওহীদ গ্রহণে দ্বি-মত পোষণ করত। ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত– এ বিষয়ে তারা একমত হতে পারেনি। তাই তারা ঈমানদার নয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? সূর্য ও চন্দ্রকে কে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?'[১৪]

আবরাহা যখন কা'বা আক্রমণ করার জন্য এসেছিল, তখন তার সৈন্যরা তেহামা অঞ্চল হতে কুরাইশদের অনেকগুলো গৃহ পালিত জন্তু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এর মাঝে রাসূল (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। তারপর আব্দুল মুত্তালিব খবর পেয়ে আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুবই সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হল। নিজের আসন থেকে উঠে আব্দুল মুত্তালিবকে কাছে বসাল। দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল– আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন– আমার লুট হয়ে যাওয়া

---

১৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২০

১৪. সূরা আনকাবূত-২৯ : ৬১